R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা।
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭

বৈষম্যমূলক বৃত্তি-কর 'কানা গরুর ভিন্ন ডহর'

চঞ্চল সরকার ঃ সরকারী তক্তের সুযোগ নিয়ে এ ধরনের নজির সৃষ্টির অপপ্রয়াস কেউ চালালে তাঁকে কি বিশেষণে অভিহিত করবেন প্রশাসন কর্তৃপক্ষসহ দেশবাসী? এ ধরনের বাঁকা চোখে যাঁরা দেখেন এবং খুশীমাফিক কাজ করে যান তাঁরাই সম্ভবতঃ প্রকৃত গণতন্ত্রী। একই ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে এবং সরকারী কাগজপত্র দৃষ্টে এ কথা ফিরে আসে বার বার।

গ্রামীণ জীবনে তথ্যভিত্তিক আয় যাঁরা করেন তাঁদের আয়ের ভিত্তিতে 'বৃত্তি-কর' ধার্য্যের ব্যবস্থা সরকারীভাবে বেশ কয়েক বছরের। নিরপেক্ষতার নিদর্শনও হওয়া উচিত কর ধার্য্যের ব্যাপারে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তার উল্টোটিই হচ্ছে। এ যেন ভাটির জল উজানে চলার সামিল। কর্মক্ষেত্রে যাঁরা গ্রামে থাকেন এমন সব সরকারী কর্মচারীর, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং অপরাপর রোজগেরে মানুষের আয়ের উপর বৃত্তিকর ধার্য্যের ব্যবস্থা আছে। কর ধার্য্যের হারাহারিতে প্রকাশ, যাঁর বেতন যেমন বেশী, তাঁর বৃত্তিকরও তত বেশী। কিন্তু ফরাক্কার বি-ডি-ও অফিসের সহযোগিতায় বেণীয়াগ্রাম অঞ্চলের বৃত্তি-কর ধার্য্যের নজির বোধহয়, 'কানা গরুর ভিন্ন ডহর,' গ্রামের চলিত কথাটির সার্থক প্রয়োগক্ষেত্র। ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বছরে ধার্য্য বৃত্তিকরের নজির তুলে দিলাম (বেণীয়াগ্রাম অঞ্চল)। ফরাক্কার বি-ডি ও পাঁচ টাকা, পঞ্চায়েৎ সুপার-ভাইজার (নায়ক যিনি আইন বিশারদ বলে নিজেকে জাহির করেন এবং প্রতিবাদ করার ফলে যাঁর বাঁকা দৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষকগণ আজ প্রতিশোধের শিকার) মাত্র চার টাকা। এ ই-ও তিন টাকা। বি-ডি ও অফিসের অপরাপর কর্মীর দু'টাকা হারে। বেণীয়াগ্রাম হাসপাতালের মেডিক্যাল

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিড়ির গুদামে আগুন, দু'লাখ টাকার মশলাপাতি পুড়ে ছাই

অরঙ্গাবাদ, ১১ এপ্রিল—গতকাল এখানে মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানীর একটি গুদামে আগুন লাগলে গুদামজাত প্রচুর বিড়ির মশলা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, ওই দিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ একজন প্রহরী গুদাম থেকে হঠাৎ ধোঁয়া বেরোতে দেখে চিৎকার করে লোকজন ডাকে। কোম্পানীর কর্মচারী ও স্থানীয় লোকেদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্বে আসে। খবর পেয়ে দুটি দমকল দেরীতে এসে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কোম্পানীর একজন মুখপাত্র জানান, এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দু'লাখ টাকা।

ভুয়া মারকশীটে স্কুলে প্রতারণা

আহিরণ, ১৫ এপ্রিল—বাঙ্গাবাড়ী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আসরাফ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্কুলে ভুয়া মারকশীট দাখিলের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। প্রকাশ, ১৯৬৯ সালে তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এক বছরের ছুটি নেন। ১৯৭০ সালে তিনি বিহারের ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ পাসের মারকশীট দাখিল করে স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে বৃত হন এবং এম, এ স্কেলে বেতন পেতে থাকেন। যদিও তখন ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ পড়বার কোন ব্যবস্থা নাকি ছিল না এবং তিনি কোন সারটিফিকেটও স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেননি। তাই তথ্যভিজ্ঞ মহল তাঁর এম, এ পাসের ব্যাপারে স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রধান শিক্ষক ৩১ মারচ আসরাফ বিশ্বাসকে এম, এ সারটিফিকেট ও মারকশীট পক্ষকালের মধ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি তা না মানায় আবার তাঁকে কারণ দর্শাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। জানা যায়, আসরাফ বিশ্বাস নাকি এম, এ সারটিফিকেট ও মারকশীট বাঙলাদেশে হারিয়ে যাওয়ার ধুয়া তুলে ভুয়া ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আলোচনা ব্যর্থ, আন্দোলন অনশনমুখী

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ এপ্রিল—আইনসঙ্গত মজুরি, বোনাস, ওভারটাইম, ঠিকাদারী প্রথা বিলোপ ইত্যাদি ১৭ দফা দাবিতে ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী) ও অল বেঙ্গল বিড়ি ওয়ারকারস্ এ্যাণ্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অনুমোদিত জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক সমিতির বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারীরা আজ থেকে আট দিনের জন্য বিড়ি কারখানাগুলির গেটে গেটে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। তাঁদের এ ধর্মঘট চলবে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সেখ আবদুল খালেক এবং সহ-সভাপতি বলরাম সিংহ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, বিড়ি কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য গত বছর ২২ এপ্রিল ও ৬ নভেম্বর দু'টি দাবিপত্র পেশ করা হয়। কিন্তু সেগুলি আজও অমীমাংসিত। শ্রম দফতর আহূত বৈঠকে মালিকপক্ষ যোগ দেননি এবং আপোষমূলক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। এ ব্যাপারে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী থেকে শুরু করে জেলা শাসক মহকুমা শাসক সকলের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়েছে। তবুও সরকারী নীরবতা ভাঙা যায়নি। জঙ্গিপুর মহকুমার বিড়ি মালিকরা সরকার নির্ধারিত মজুরি এখনও বিড়ি শ্রমিকদের দেননি। অল বেঙ্গল বিড়ি ওয়ারকারস্ এ্যাণ্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অচিন্ত্য সিংহ শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। আন্দোলন অনশনমুখী হয়েছে। এটা সমিতির প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন। এতেও সরকার ও মালিকপক্ষের টনক না নড়লে ৩ মে থেকে শুরু হবে পর্যায়ক্রমে অনশন, অবস্থান, অবরোধ ও ঘেরাও।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেন্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

বর্ষ বিদায়, বর্ষ বরণ

একদিকে 'বাবা তারকনাথ, চরণের সেবা লাগে', অন্যদিকে—গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিবের গাজন-উৎসবে—ভক্তদের নিষ্ঠা ও সাজ-সজ্জা রুক্ষ চৈত্রের পরিশুষ্কতায় অন্তরের শুচিতা বহন করিয়া আনে। মহাকালের গর্ভে লীন হয় একটি বছরের ক্লান্ত পরিক্রমার পুঞ্জিত গ্লানি। হু হু হাওয়ায় চৈত্রের চিতাভস্ম উড়িয়া যায় এলোমেলোভাবে। রাশি রাশি ঝড়িয়া পড়া নিমফুল ঘোষণা করে, প্রাণের আবর্জনা সরাইয়া ফেলিবার 'দিন আগত ঐ।' পুরাতন বৎসরের সমস্ত গ্লানি ধুইয়া যাক, সকল কলুষতা হইতে মুক্ত হউক সংসার, ভাবীকালের কল্যাণ-স্পর্শে আনন্দে থাকুক 'খল্বিমানি ভূতানি'। সেই উদাত্ত আর্তি—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়...'। বৎসরের সর্বশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান নীলপূজা ও চড়ক উৎসব বর্ষশেষের ঘোষক। নূতনের আহ্বান জানাইতে হইবে—তাহার ডাক পৌঁছাইয়াছে।

বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ—রুদ্র ও শিব একই পথের। ১৩৮২ সালকে আমরা স্বাগত জানাই। চলিয়া গিয়াছে একটি বৎসরের বেদনাখিন্ন ইতিহাস—এক মহা দুঃস্বপ্নের মত। সর্বংসহ মানুষ মুখ বুঁজিয়া সূর্যের উদয়-অস্ত দেখিতেছে। দিনযাপনের গ্লানির কোন হিসাব-নিকাশ করিবার দাবী আর বোধ হয়, কেহ করিতে চাহে না। জয়প্রকাশের আন্দোলনের ছোঁয়া এই রাজ্যেও লাগিয়াছে। রাজ্যের রাজনীতি তাই থমথমে। নূতন করভারে অর্থনীতি পূর্ববৎ। সুখের বিষয় দ্রব্যমূল্য কিছুটা স্থিতিশীল হইয়াছে।

নববর্ষ বরণে আমরা সালতামামী চাহি না। যাহা অনাগত তাহার সম্পর্কে অহেতুক অনিশ্চয় আশঙ্কা করিব না। পুরাতনকে শ্রদ্ধা এবং নবীনকে শুভেচ্ছা জানাই গভীর আন্তরিকতায়। সেই সঙ্গে আমাদের এই ক্ষুদ্র সাপ্তাহিকের পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, সংবাদদাতা—সকল শুভানুধ্যায়ীকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

এম আই টি-তে অচলাবস্থার অবসান

বহরমপুর, ১৬ এপ্রিল—মুর্শিদাবাদ ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির অধ্যক্ষ কর্তৃক অধ্যাপক দিলীপকুমার দাশগুপ্তকে সাসপেনডের আদেশে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, স্থানীয় এম-এল-এ ও শিক্ষামন্ত্রীর তৎপরতায় তার অবসান ঘটে। টেকনলজির শিক্ষক পরিষদ ওই সাসপেনসনের আদেশকে 'বে-আইনী' ঘোষণা করে আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে শহরের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন সংস্থা, ছাত্র সংস্থা, সরকারী কর্মচারী এবং অন্যান্য সমস্ত স্তরের মানুষ একযোগে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ওই শিক্ষায়তনের শিক্ষকগণ ২১ মারচ থেকে লাগাতার ধর্মঘট পালন করেন। শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রগণ ৩ এপ্রিল থেকে লাগাতার কর্ম বিরতিতে অংশ গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষও সমস্ত ক্লাশ সাসপেনড রাখার আদেশ দেন। বৈঠক বসে জেলা শাসকের খাস কামরায়। শিক্ষক পরিষদের আন্দোলন সম্পর্কে বিধান সভায় বক্তব্য রাখেন এম এল এ অসমঞ্জ দে। অচলাবস্থার অবসানকল্পে সচেষ্ট হন স্থানীয় এম এল এ শঙ্কর দাস পাল ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত গভরনিং বডির ৯ এপ্রিলের জরুরী সভায় অধ্যাপক দাশগুপ্তের উপর থেকে সাসপেনসন আদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং দাবি মোতাবেকে শিক্ষায়তনের সমগ্র অরাজকতা অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের দাবি মেনে নেওয়া হয়। ১০ এপ্রিল থেকে জেলার একমাত্র কারিগরি শিক্ষায়তনটিতে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য—২

গণটোকাটুকি দুর্নীতির ভিত গেড়েছে

ভকত সত্যনারায়ণঃ কথা দিয়েছিলাম পরীক্ষায় টোকাটুকির ব্যাপারে এক কলমও লিখবো না। কিন্তু পারলাম না তোবা করতে। বিবেক নামে বস্তুটি খোঁচা মেরে কলম ধরাতে বাধ্য করল। তার সাথে অভিজ্ঞতা মিশে গিয়ে লেজে-গোবরে করে ছাড়ল। তাই এবারও নামটা উল্টে রাখলাম।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় জঙ্গিপুর মহকুমার তামাম পরীক্ষা কেন্দ্রে রিপোরটিং-এ গিয়ে আমাকে অপ্রিয় সত্যের প্রত্যক্ষদর্শী হতে হয়েছে। সেজন্যে চলতি হায়ার সেকেনডারী পরীক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। বিভিন্ন কেন্দ্রের মাষ্টার-মশাইরা আমাকে দেখে যত না বিরক্ত হয়েছেন, তার চেয়ে বেশী নাক সিঁটকেছেন আমার পরিচয় পেয়ে। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না যে, গণটোকাটুকি এভাবে ভিত গেড়েছে দুর্নীতির। আর সেই দুর্নীতিতে সমানে মদত জোগাচ্ছেন কিছু কিছু মাষ্টারমশাইরা। ধিক্ এঁদের!

খবর পেয়েছি, একজন অধ্যাপক কাঞ্চনতলায় তাঁর পরীক্ষার্থিনী স্ত্রীকে উত্তরপত্র সরবরাহের চেষ্টা করেছেন তাঁদের ছোট মেয়েকে দিয়ে। কিন্তু 'বাপীর চিঠি' শেষ পর্যন্ত 'মা-মণি'র কাছে পৌঁছায়নি। তার আগেই সব ফাঁস হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়েছি সাগরদীঘিতে শ্যালিকাকে উত্তরপত্র সরবরাহ করতে গিয়ে জনৈক স্কুল শিক্ষক হোমগারডের লাঠিতে হাত ফাটিয়েছেন। শুনেছি বাড়ালায় চা খাবার নাম করে চায়ের দোকান থেকে উত্তরপত্র নিয়ে যাবার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এক স্কুল শিক্ষক নাকাল হয়েছেন। শুনেছি, জঙ্গিপুর স্কুলে উত্তরপত্র সরবরাহের জন্য পুলিশে বেকারে স্নাতকের মানদণ্ডে কুতর্ক হতে। দেখেছি, জঙ্গিপুর স্কুলে জনৈক সাংবাদিক বন্ধু চ্যালেনজ করে টোকাটুকি দেখিয়ে দিলে প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্ররঞ্জন নাথ তাকে মেয়ে ঘটিত সাজানো ব্যাপারে জড়াবার জঘন্য চক্রান্ত করেছেন, বি-ডি-ও অনিল দাস পুলিশের ভয় দেখিয়েছেন।

কান্দীর বহড়ায় দেখেছি, মাষ্টারমশাইরা সরবরাহের জন্য স্বহস্তে উত্তরপত্র লিখে দিয়েছেন। (দেখেছি, সুদূর বারাণসীধামে আর কলকাতার উল্টাডাঙ্গায় পরীক্ষা কেন্দ্রে তে-তলা সমান বাঁশের ডগায় উত্তরপত্র বেঁধে পরীক্ষার্থীদের সরবরাহ করার কি অদ্ভুত প্রয়াস! কলকাতারই ক্ষুদিরাম বসু কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মস্তানরা অধ্যাপকদের হটিয়ে দিয়ে দু'টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার্থীদের টোকাটুকির সুযোগ করে দিয়েছে।) শুনেছি, জঙ্গিপুর কলেজে হুবহু নকল উত্তরপত্রে অধ্যক্ষের লেখা 'কপিড' শব্দকে থুথু দিয়ে মুছে ফেলে এক ছাত্র নির্দ্বিধায় পরীক্ষা দিয়েছে। আবার জঙ্গিপুর স্কুলে একদিন উত্তর সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে পরীক্ষার্থীরা। এর পর ভুল টোকার ব্যাপার তো আছেই। তা না হলে 'বিড়াল বাঘের মত'র সংস্কৃত অনুবাদ ওরা 'বিড়ালঃ বাঘঃ মতঃ' এবং অমুকের লেখা 'যুগান্তর সৃষ্টি করেছে'র জায়গায় 'আনন্দবাজার সৃষ্টি করেছে' কেন লেখে?

প্রত্যেকটি ঘটনা বিচ্ছিন্ন মনে হলেও উৎস একই। আগে যা ছিল আড়ালে আবডালে আজ তা প্রকাশ্যে। আশকারায় আশকারায় গণটোকাটুকি একেবারে আড়েহাতে। দুর্নীতিতে ছাত্রকুল আজ শত্রুকুল। তা না হলে সংস্কৃত পণ্ডিতকে ক্লাশে কেন বলতে হয়, 'তোরা টুকবি তা জানি। স্কুলে অন্ততঃ মন দিয়ে পড়াশোনা কর'। এরাই আবার ধুয়া তোলেন ছাত্ররা সব গোল্লায় গেল। আসলে কেউ কেউ চান, ছাত্ররা যেভাবেই হোক পাস করুক, তাঁদের টিউশনি বজায় থাক, সুনাম হোক। ছাত্ররাও এসব দুর্বলতার সুযোগ নেয়। ওরা চায়, ওরা পাস করুক, ওরা ডিগরী পাক।

কিন্তু কিছুতেই গণটোকাটুকি ও দুর্নীতি বন্ধ করা যাচ্ছে না। কেউ বলছেন, বেদরদী সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে পরীক্ষায় গারড দেওয়ালে টোকাটুকি বন্ধ হবে না। কেউ বলছেন জনসংখ্যার মত প্রতিটি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা না কমালে টোকাটুকি বন্ধ হবে না।

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

খুনে খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ এপ্রিল—গতকাল রাত দেড়টা নাগাদ এই থানার লালখাঁরদিয়াড়ে একটি বাগানে কাঁঠাল চুরি করতে গিয়ে ত্রিমোহিনীর শিরীষ মণ্ডল নামে এক চোর খুন হয়। প্রকাশ, কাঁঠাল চুরি করার সময় বাগানের মালিক ধনপতি মণ্ডল লোক-জন নিয়ে শিরীষকে ধরে ফেলে এবং লাঠি ও বল্লম মেরে তাকে খুন করে। পুলিশ ধনপতি মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে।

রেলরক্ষীর গুলিতে ওয়াগন ব্রেকার নিহত : গতকাল ফরাক্কায় একদল ওয়াগন ব্রেকার একটি ওয়াগন ভেঙে মাল পাচারের চেষ্টা করলে রেল পুলিশ ওদের বাধা দেয়। সেই সময় ওয়াগন ব্রেকাররা পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়লে একজন রেল পুলিশ আহত হয়। পুলিশ দল পাথরের জবাবে গুলি ছুঁড়লে একজন ওয়াগন ব্রেকার গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয়। নিহত ওয়াগন ব্রেকারের কাছে একটি ছোরা ও ওয়াগন ভাঙার যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়।

রোমিও জুলিয়েটের আত্মহত্যা : গতকাল আহিরণ—জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের মাঝে চলন্ত ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কানুপুরের দুই রোমিও জুলিয়েট একসাথে আত্ম-হত্যা করে। ওদের নাম ঝালু মাঝি ও পুষ্পরাণী কোনাই। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ দন প্রেম বিনিময় চলছিল বলে খবর।

নারীঘটিত : সংবাদদাতা, ১৩ এপ্রিল—আজ রঘুনাথগঞ্জ শহরে একটি মেয়েকে টিটকারী মারার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে দেবনাথ চন্দ্র নামে এক যুবক অপূর্ব রায় নামে এক 'মস্তানের' ছুরির আঘাতে জখম হয়। ছুরি ও টিটকারী মারার দায়ে পুলিশ অপূর্বকে গ্রেপ্তার করে। ১০ এপ্রিল রাত্রে নারীঘটিত ব্যাপারে স্থানীয় পূর্ত দপ্তরের প্রধান করণিক পীযূষ সিংহ একদল যুবকের হাতে প্রহৃত ও নিগৃহীত হন।

পুলিশ দর্শক খণ্ডযুদ্ধ : ধুলিয়ান থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, ৯ এপ্রিল সেখানকার প্রেক্ষাগৃহে পুলিশ-দর্শকের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ খণ্ডযুদ্ধ হয়। প্রকাশ, ওই দিন একটি হিন্দী ছবির রাত্রের প্রদর্শনীতে কালোবাজারীরা আগেভাগে টিকিট

'সিন্নি চড়ালে চাকরি'

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ এপ্রিল—এখানে বিপ্লবী যুব সংস্থার দু'দিনব্যাপী মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলনে প্রথম দিনের প্রকাশ্য সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে সুতী বিধানসভার আর এস পি সদস্য শিস মহম্মদ বলেন, 'চাকরির সন্ধানে যুবকরা কংগ্রেসীদের ভাঁওতায় বিশ্বাস করে তাণ্ডবলীলা করছেন। রাজ্যের ৫০ লক্ষ বেকারের মধ্যে ১৯৭২-এ ২৫,৬০০; ১৯৭৩-এ ২২ হাজার ও ১৯৭৪-এ ১১,৭০০ বেকারের চাকরি হয়েছে। এখনও ২৭ লক্ষ ৪১ হাজার বেকার আছেন। লাল-গোলার পীর সাহেব সাত্তার সাহেবকে সিন্নি চড়ালে, পূজো করলে আপনারাও চাকরি পাবেন।' জেলা আর এস পি সম্পাদক দেবব্রত ব্যানার্জি বলেন, 'প্রতিবাদ করে ধনবাদকে হটানো যায় না। ধনবাদকে রাস্তায় হটাতে হবে। প্রতিবাদকে প্রতিরোধ করতে হবে, রক্তের বদলে রক্ত নিতে হবে।' সমাবেশে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডি ভি সি ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুনীলরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিপ্লবী যুব সংস্থার জেলা সম্পাদক অমল কর্মকার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটার্জি। সম্মেলনে যোগ দেন বেলডাঙ্গা বিধানসভার সদস্য তিমিরবরণ ভাদুড়ী, যুবনেতা প্রণব মুখার্জিসহ অন্যান্যরা।

ভাঙন রোধে ২৫ লাখ টাকা

বিঃ প্রঃ, ১২ এপ্রিল—জঙ্গিপুর ও মালদহের কয়েকটি স্থানে গঙ্গায় স্পার তৈরীর জন্য রাজ্য সরকার আরও ২৫ লাখ টাকা মঞ্জুর করেছেন। আজ রঘুনাথগঞ্জে এক প্রশ্নের জবাবে এম এল এ শিস মহম্মদ এই খবর দেন।

কেটে বেশী দামে বিক্রী শুরু করে। লাইনের দর্শকরা টিকিট না পেয়ে ধৈর্য হারান। ফলে গণ্ডগোল শুরু হয়। পুলিশ সেই সময় দর্শকদের উপর লাঠি চারজ করে। নিরীহ দর্শকরা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায় পুলিশের উপর। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর থানা থেকে আরও পুলিশ এসে দর্শকদের শান্ত করে। দর্শকদের অভিযোগ, পুলিশের চোখের সামনেই সেখানে টিকিটের কালোবাজারী চলে। প্রতিবাদ করেও কোন প্রতি-কার হয় না।

তিন্ন চোখে ॥

চেতনার আলোয় অমৃত সন্ধান

হঠাৎ ঝড়। দু'ফোঁটা বিষ্টি। বিষ্টি—আহা কি মিষ্টি! শেষ চৈতি বর্ষণের মধুর কামনা সত্যানন্দের মনকে উৎফুল্ল করে তুলেছিল। কিন্তু ক্ষণিকে দেখা দিয়ে মিলালো সে। পুরাতনের গ্লানি নি শেষে ধোয়া মোছা হয়তোবা হোল না। তবু বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতাব্দীর একাশি বছরের জরদ্গব বৃদ্ধের বিদায়-কালীন কোঠারাগত দু'চোখে লোনা জলের ঝিলিক। নষ্টাল্‌জিক বিগত স্মৃতির চকিত উন্মনা। কিন্তু কি দিয়ে সান্ত্বনা জানাবো তাকে? সামনে যে আগামী ভবিষ্যতের বৈশাখী হাতছানি। অথচ বৈশাখ তো রুদ্রের ডমরুধ্বনি বাজায়। তবুও নব জাত-কের কণ্ঠে বসন্তের অগ্রদূত কোকিলের কুহুধ্বনি। জনৈক আধুনিক কবির মতন ভিন্ন চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে :

'অপূর্ব নির্মাণ থেকে উঠে আসে
ভোরের কোকিল
কোকিল, তুমি কি পারো মুছে দিতে
সব কলরব?'

জীবনের সোনা রং কলরব পুরাতনী দোহাই পেড়ে মোছা কি যায়! স্থল-পদ্মের গোলাপী শরীর নিংড়ে হৃদয় সবুজ হয় হোক। ক্ষতি নেই। আমি আছি, তুমি আছো, সে-ও থাকবে। তবু মনে হয় 'আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি'।

অশ্বত্থের কচি পাতার হিরণ ঝালর যদি এই নতুন প্রভাতে সব স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে সজীব হয়—তবে এই মরা গাঙের কূলে দাঁড়িয়ে দক্ষিণায় বুক পেতে জবাকুসুম সকাল সূর্যের দিকে আমি অমৃতের প্রার্থনা জানাবো॥

—সত্যানন্দ।

ডাকু হোমগারড!

সাগরদীঘি, ১৫ এপ্রিল—কিছুদিন আগে এই থানার ভুরকুণ্ডা গ্রামে ডাকাতি করতে গিয়ে যারা ধরা পড়ে-ছিল, তাদের মধ্যে কি তিনজন হোম-গারড ছিল? এক চিঠিতে সেই রকমই খবর দিয়েছেন শীতলপাড়া গ্রামের জনৈক পত্র লেখক। ওই চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেছেন যে, ভুরকুণ্ডায় ডাকাতি করতে গিয়ে তিন-জন হোমগারড ধরা পড়ে। পরে সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদদুস তদ্বির তদারকি করে থানা থেকে তাদের ছাড়িয়ে আনেন। অভিযোক্তার প্রশ্ন, ধৃত হোমগারডদের কুদদুস সাহেব ছাড়িয়ে আনেন কোন্ স্বার্থে? শীতল-পাড়া, গোকুলতা, ভুরকুণ্ডা, জিনদীঘি ইত্যাদি গ্রামে বারবার ডাকাতরা হানা দেয় কি করে? সারাদিন কর্মক্লান্ত গ্রামবাসীদের রাত্রের শান্তি রক্ষায় প্রশাসন নিষ্ক্রিয় কেন?

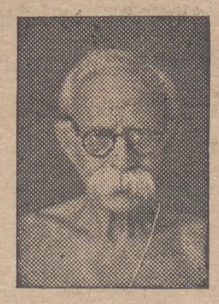

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল—আগামী ২৭ এপ্রিল (১৩ বৈশাখ) পণ্ডিত প্রেস ও জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়ে দাদা-ঠাকুরের ৯৪ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন স্বাধীনতা আন্দোলনে নির্যাতিত কর্মী ও জেলার প্রবীণ সাংবাদিক প্রফুল্লকুমার গুপ্ত। এ ছাড়াও স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাব ও 'বাণীকণ্ঠ' পত্রিকা গোষ্ঠী দাদাঠাকুর জয়ন্তী পালন করবেন বলে জানিয়ে-ছেন। এখানে উল্লেখ্য, ওই দিনই দাদাঠাকুরের ৭তম তিরোধান দিবস।

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

—সকল প্রকার
ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

প্রতিবাদ, ধিক্কার

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ এপ্রিল—এস এফ আই-এর পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা প্রভাত ব্যানারজি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'গত ৪ এপ্রিল ছাত্রপরিষদ নামধারী কিছু সমাজবিরোধী স্থানীয় স্কুলে যে ঘটনা ঘটিয়েছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি এবং ছাত্র-সমাজ ও গণতন্ত্রপ্রিয় জনসাধারণকে এই ঘটনা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে অনুরোধ জানাচ্ছি'।

রঘুনাথগঞ্জ টাউন ছাত্রপরিষদের সাধারণ সম্পাদক অপূর্বকুমার সেন এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, রঘুনাথগঞ্জ স্কুলে জনৈক শিক্ষক কর্তৃক এক ছাত্রকে পাশবিক অত্যাচার করে নিজের ক্লাসে এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে পাঠাবার অপচেষ্টাকে তাঁরা নিন্দনীয় ভাষায় ধিক্কার জানাচ্ছেন। সি পি এমের ৩ জন বহিরাগত ছাত্রের উপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষকের ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে উক্ত শ্যামাচরণ দাসকে জোর করে সাদা কাগজে সই করে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি এবং সমস্ত ক্লাসে ক্ষমা চাওয়ানোর চেষ্টাকে তাঁরা স্কুলে নোংরা রাজনীতির আমদানী বলে মনে করেন। তাঁরা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের সম্মতিতে এক শ্রেণীর শিক্ষকের বহিরাগত সি পি এম সমর্থকদের দিয়ে স্কুলের ছাত্রদের হুমকি দেওয়ার নিন্দা করছেন এবং ভবিষ্যতে ছাত্রদের এ ধরনের হুমকি থেকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

চুয়াত্তরী খতিয়ান : বিশেষ প্রতিনিধি : চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপি ইত্যাদি ঘটনায় ১৯৭৪ সালে জঙ্গিপুর মহকুমা ছিল বেশ সরগরম। ওই বছর মহকুমায় মোট খুন হয়েছেন ২১ জন। থানাওয়ারী হিসেবে সাগরদীঘিতে ৬ জন, সুতীতে ৫ জন, সামসেরগঞ্জে ৪ জন, ফরাক্কা ও রঘুনাথগঞ্জে ৩ জন করে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। ওই বছরই ডাকাতি হয়েছে ৮টি। সুতী থানা ডাকাতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সেখানে ডাকাতির সংখ্যা ৩। এ ছাড়াও ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে ৬টি ও চুরি হয়েছে ৫৪৪টি। পুলিশী পরিসংখ্যানে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

বৈষম্যমূলক বৃত্তি-কর (১ম পৃষ্ঠার পর)

অফিসার তিনটাকা এবং অপরাপর দু'টাকা মাথাপিছু। নয়নসুখ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাত্র পাঁচ টাকা। বাকী সমস্ত শিক্ষকসহ সহঃ প্রঃ শিঃ এবং করণিক (যিনি অঞ্চল প্রধান) সকলেরই মাথাপিছু দু'টাকা। এবার আসুন প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ধার্য্য করের তালিকায়। গ শ্রেণী থেকে ক শ্রেণী পর্য্যন্ত দশ টাকা থেকে চৌদ্দ টাকা মাথা পিছু। অনাদায়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকগণ ক্রোক পরোয়ানা পেয়েছেন। নাজেহালও হয়েছেন তাঁরা। অনাদায়ী মাধ্যমিক শিক্ষকগণের প্রচুর বকেয়া থাকলেও 'আনটাচড্'। জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, জেলা পঞ্চায়েৎ অফিসার জেনে কিছু করবেন কি ? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কেউই আয়কর দেন না।

গণটোকাটুকি দুর্নীতির ভিত গেড়েছে (২য় পৃষ্ঠার পর)

তার জন্য আরও স্কুল তৈরী করতে হবে। কারও মতে, ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যসূচীই গণটোকাটুকির মূল কারণ। আমার মনে হয়, দুর্নীতির ভিত যখন গুঁড়িয়ে যাবে কালের আবর্তে, ছাত্ররা সমাজজীবনে যখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, তখন ওরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গণটোকাটুকি বন্ধ করবে। তার আগে কিছুতেই সম্ভব নয়। এখন যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ও তো কেবলমাত্র চোখ ধোলাই। এবার স্কুল ফাইনালে এক লাখ বত্রিশ হাজার ও হায়ার সেকেণ্ডারীতে ১,৭১,৪১৫ পরীক্ষার্থীর মধ্যে কতজন টুকলো তা নিয়ে এ কলমে মাথা ব্যথার কারণ নাই। শুধু ক্রুশবিদ্ধ যীশুর কথা ওদের আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—'পিতা ইহাদের ক্ষমা কর। ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।' (ক্রমশঃ)

জেলা ছাত্রপরিষদ কমিটি বাতিল

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল—প্রদেশ ছাত্র-পরিষদের কার্যকরী সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্যের এক নির্দেশে মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র-পরিষদ কমিটিকে বাতিল ঘোষণা করে চিত্ত মুখারজিকে আহ্বায়ক হিসেবে জেলা ছাত্র-পরিষদের সকল রকম দায়-দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। চিত্তবাবু পূর্বের বাতিল কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আজ তাঁকে নিয়ে এক বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া
বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্
ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন : ২৬

জবাকুসুম
তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা বেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

naa-JK-2

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭
—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—
★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি
বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ
পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)